মূল শব্দাবলী
কোন কিছু জানো
শ্রদ্ধা
সম্প্রীতি

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

18 July 2025 / 22 Muharram 1447H

<u>হিজরত- সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে অগ্রসর</u>

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللهِ، ٱتَّقُوا ٱللهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْلِ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা নিজেদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি প্রদর্শিত তাকওয়া দ্বারা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নিই যে তাকওয়া আমাদের অন্তরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল আদেশ মেনে চলতে এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। এই তাকওয়া আমাদের জীবনের সকল অন্ধকারের হোক আলো এবং আমাদের জীবনে তা মঙ্গল বয়ে আনুক। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেন মানুষকে ভিন্ন ভিন্নভাবে তৈরী করেছেন? আর আমরা সবাই মিলে কেন শুধুমাত্র একটি জাতি হিসাবে এই পৃথিবীতে এলাম না? এর উত্তর আছে পবিত্র কোরানের সুরা আল-হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতেঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

অর্থঃ *হে মানবজাতি! নিঃসন্দেহ আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে, আর আমরা তোমাদের বানিয়েছি নানান জাতি ও গোত্র যেন তোমরা চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সব-চাইতে সম্মানিত সেইজন যে তোমাদের মধ্যে সব- চাইতে বেশি ধর্মভীরু। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, পূর্ণ-ওয়াকিফহাল।*

সম্মানিত সুধী,

তাকওয়াকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে জাতি, ভাষা, গাত্রবর্ণ ও বংশবিচারের ভিত্তিতে বিচার না করে ন্যায়বিচার ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ আছে । এই ধর্মীয় শিক্ষা আমাদের নবী করিম (সঃ) এর মদীনাতে হিজরতের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মদীনায় নানান সম্প্রদায়ের নানান উপজাতির লোকেদেরকয়ে নিয়ে একটি নতুন সমাজ গঠিত হয়েছিল যেখানে তারা অন্তরের ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

মদীনাতে, আমাদের নবী করিম (সঃ) মুহাজিরিন ও আনসার-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি মদীনা শহরের সংবিধান ও প্রণয়ন করেছিলেন- এখানে এমন একটা চুক্তি আছে যা সকল মদীনাবাসীর এমনকি অমুসলমানদেরও অধিকার রক্ষাকারী একটি চুক্তি যার আওতায় সকলের শান্তিপূর্ণ ও নিপীড়নমুক্ত জীবন যাপনে্র বিধান ছিলর

এটা এখানে েই সত্য প্রমাণ করে যে, ইসলাম মূলতঃ একটি নীতিমালা যা ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে

,সকলের মধ্যে সমতার নীতি তুলে ধরে। নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

যার অর্থঃ আর প্রকৃতই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তোমাদের মধ্য থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার যুগের ঔদ্ধত্য ও বংশের অহংকার দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তুমি হয় একজন ঈমানদার বান্দা বা একজন হতভাগ্য পাপী।   তোমরা সকলেই আদমের বংশধর এবং আদমকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল” । (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা হিজরতের দুইটি মূল শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি যা বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভাইয়েরা, আমরা এই আয়াত থেকে যা শিখি তা হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব ধরণের উপহাস, বিদ্রূপ ও ভাষাগত অবমাননাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মর্যাদা কেবল বংশ বা চেহারা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং তা হয় অন্তরের ঈমান ও তাকওয়ার দ্বারা।

প্রকৃতপক্ষে, অন্যকে ছোট করলে তা থেকে কেবল ঘৃণারই সৃষ্টি হয়, সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং একতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপরীতভাবে, ইসলাম আমাদেরকে বিনয়ী হতে বলে, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মানজনক বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়।

দ্বিতীয়ত: আমাদের কথাবার্তা একতাবদ্ধ, বিভাজন নয়।

ইমাম মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদিসে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আবু যর (রাঃ)-কে তিরস্কার করেছিলেন অন্য একজনকে বর্ণবৈষম্যমূলক অপমানকর শব্দ দিয়ে ছোট করে দেখানোর জন্য।

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

যার অর্থ: "নিঃসন্দেহে, তুমি এখনো জাহিলিয়াতের অজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত একজন ব্যক্তি।"

ভাবুন তো — আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান, যাঁর কাছে ছিল অলৌকিক মুজিজা ও আল্লাহর দিকনির্দেশনা, তিনি যদি সব ধরনের বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য পরিত্যাগ করে থাকেন — তবে আমরা, যাদের জান্নাতে স্থান নিশ্চিত নয়, তারা কিভাবে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম ভাবি এবং অপরকে হেয় করে কথা বলি?

প্রকৃত ইসলাম আমাদের শেখায় পরস্পরকে জানার জন্য, অপমান করার জন্য নয়। এটি আমাদের শ্রদ্ধা করতে আহ্বান জানায়, ঘৃণা করতে নয়। ইসলাম মর্যাদা দেয় তাদের, যারা আল্লাহকে স্মরণে রাখে — যারা তাঁর মহিমার সামনে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর নির্দেশ মানে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।

আমাদের জিহ্বা মহান আল্লাহর একটি দান ও আমানত। আসুন আমরা জ্ঞান-বিবেচনার সঙ্গে তা ব্যবহার করি। এমন কথা বলি যা মানুষকে উৎসাহিত করে ও ঐক্যবদ্ধ করে। সম্মান ও দয়ার সঙ্গে পরস্পরের প্রতি

আচরণ করি, কেননা তার মধ্যেই সম্প্রীতির বীজ নিহিত। একে অপরের প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা কেবল আমাদের মানবতাকেই হেয় করে না, বরং আমাদের সেই পথেও নিয়ে যায় যা আল্লাহর দৃষ্টিতে পাপ।

সম্মানিত সুধী,

মুহাজিরিন ও আনসারদেরকে একত্রিত করণের জন্য এবং অমুসলমানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে নবী করিম (সঃ)এর যে প্রচেষ্টা তা স্পষ্টতঃই দেখায় যে ইসলাম একটি আলোকিত ধর্ম যা ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার এবং সম্প্রীতির পথে সকলকে পরিচালনা করে।

ইসলাম এমন একটি সমাজ সৃষ্টির আহ্বান জানায় যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভালোবাসা লালন করা হয়। এই দুনিয়ায় আমাদেরকে রহমতের বাহক ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে — শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এমন একটি জাতি হিসেবে গড়ে তুলুন যারা শান্তির বীজ বপন করে, ভিন্নতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে, এবং তাঁর রহমত যেন এই দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সঙ্গে থাকে। আমিন, ইয়া রব্বাল ‘আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.